



ঠাকুর কিষ্কিৎ প্রকৃতিস্থ; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) -- মা! তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি না! (মাষ্টারের প্রতি) তোমার সম্বন্ধী -  
- তার দিকে একটু মন আছে।

(গিরিশের প্রতি) -- “তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বল; তা হউক ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।  
বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

“উপাধি নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়চড় শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে  
না।

“তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশি আসতে  
পারবো না, -- তা হউক, তোমার এমনিই হবে।”

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে। আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, “মা! যে ভাল আছে  
তাকে ভাল করতে যাওয়া কি বাহাদুরি? মা! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া হয়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে তো  
তোমার মহিমা!”

ঠাকুর কিষ্কিৎ স্থির হইয়া হঠাৎ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন -- “আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি। যাচ্ছি গো  
মা!”

যেন একটি ছোট ছেলে দূর হইতে মার ডাক শুনিয়া উত্তর দিতেছে! ঠাকুর আবার নিস্পন্দ দেহ, সমাধিস্থ  
বসিয়া আছেন। ভক্তেরা অনিমেষলোচনে নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

ঠাকুর ভাবে আবার বলছেন, “আমি লুচি আর খাব না।”

পাড়া হইতে দুই-একটি গোস্বামী আসিয়াছিলেন -- তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।